সৃজনক্ষমতা (Creativity)

প্রাচীন যুগে বা মধ্যযুগে নতুন কিছু আবিষ্কারের পরে বা আগে আবিষ্কারক বহু বাধা ও লাঞ্ছনার সম্মুখীন হলেও পঞ্চাশের দশকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপনের পর বিশ্বব্যাপী এক নতুন অবস্থার সৃষ্টি হয়। লাঞ্ছনার পরিবর্তে আবিষ্কার ও আবিষ্কারক—এক অভূতপূর্ব সম্মান অর্জন করতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকেই মানুষ যে শুধু আবিষ্কারকদের সম্মান জানাচ্ছে তাই নয়, নতুনের প্রতি তার অস্বাভাবিক ঝোঁকেরও বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বব্যাপী মানুষের শ্রদ্ধা আবিষ্কার ও আবিষ্কারকের উপর পড়লেও মনোবিদগণের আগ্রহ বা শ্রদ্ধা আবিষ্কারের চেয়ে আবিষ্কারকদের প্রতি বিশেষ করে তাদের মানসিকতার প্রতি প্রবর্ধিত হয়। মনোবিদগণের এই আগ্রহ থেকেই আধুনিক শিক্ষ-মনোবিজ্ঞানে নতুন এক ধারণার প্রবর্তন হয়, যাকে বলা হয় 'সৃজনক্ষমতা' (Creativity)। প্রথমে সৃজনক্ষমতাকে মানুষের বুদ্ধি বা সাধারণ মানসিক ক্ষমতার দ্বারাই ব্যাখ্যা করা হত। পরবর্তীকালে দেখা গেল, বুদ্ধির অভীক্ষা দিয়ে মানুষের অভিনবত্বকে সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না বা সমস্যামূলক পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কীভাবে সমাধানের পথ আবিষ্কার করে বা ব্যক্তির প্রতিভা কতখানি তা জানা যায় না। তাই মনোবিদগণ সৃজনাত্মক কাজের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার অনুসন্ধান করতে গিয়ে বুদ্ধির বিকল্প হিসেবে সৃজনক্ষমতার ধারণা গ্রহণ করেছেন।

সৃজনক্ষমতার সংজ্ঞা (Definition of Creativity) ঃ

'সৃজনক্ষমতা' কথাটি সাধারণ কথাবার্তায় এবং মনোবিদ্যায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হলেও 'সৃজনক্ষমতা'র পরিষ্কার ও সর্বজনগ্রাহ্য একক কোনো ধারণা আজও গড়ে ওঠেনি। আধুনিক মনোবিদগণের এই বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তাঁরা সৃজনক্ষমতার সংজ্ঞা নির্ণয়ের প্রক্রিয়াকে পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেছেন এবং সৃজনক্ষমতা কী তা না বলে, তাঁরা সৃজনাত্মক কাজ বলতে কী বোঝায় তাই বিশেষ করে ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন মনোবিদ ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে এ সম্পর্কে যা বলেছেন তা থেকে সৃজনক্ষমতার একটি সাধারণ ধারণা গঠন করা হয়।

(i) ***আসুবেল (Asubel D. P.)*** বলেছেন, যে ব্যক্তি জীবনের যে-কোনো পরিস্থিতিতে এমন কোনো কাজ করেন, যার মধ্যে তার অভিনবত্ব প্রকাশ পায় এবং যার দ্বারা অন্যান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর তফাত করা যায়, তাঁকে সৃজনশীল ব্যক্তি বলা হয় (Creative person : an individual possessing a rare and singular degree of originality or creativity in some field of human endeavour that sets him off qualitatively from most other persons in this regard.)।

Scanned with CamScanner

(ii) *গিলফোর্ড (J. P. Guilford)* বলেছেন, চিন্তন দু-প্রকার—অভিসারী চিন্তন (Convergent thinking) এবং অপসারী চিন্তন (Divergent thinking)। যে সকল সমস্যার নির্দিষ্ট সমাধান আছে, সেইসব সমস্যার সমাধানের জন্য যে চিন্তন ক্ষমতা দরকার, তা হল অভিসারী চিন্তন। অপরদিকে, যেসব সমস্যার কোনো নির্দিষ্ট সমাধান নেই বা আদৌ কোনো সমাধান সম্ভব নয়, সেইসব ক্ষেত্রে যে চিন্তন ক্ষমতার প্রয়োজন তাকেই বলা হয় অপসারী চিন্তন। এই অপসারী চিন্তনের ক্ষমতাই হল সৃজনক্ষমতা।

(iii) *প্রেট্রোসিনস্কি (Z. Pretrasinski)* বলেছেন, কাজের সামাজিক মূল্যই হল সৃজনক্ষমতার পরিচায়ক (Creativity is an activity resulting in new product of a definite social value.)।

(iv) *জেম্‌স্ (William James)* বলেছেন, চিন্তন দু-প্রকার—সৃজনাত্মক চিন্তন (Productive thinking) এবং পুনরুত্থাপনমূলক (Reproductive thinking)। তিনি বলেছেন, সৃজনাত্মক চিন্তন ক্ষমতাই সৃজনক্ষমতা এবং এই ধরনের চিন্তনের ফল হল সৃজনাত্মক কাজ।

(v) *সালি (Sully)* বলেছেন, মানুষের কল্পনা দু-প্রকার—সৃজনাত্মক কল্পনা (Productive imagination) এবং গ্রহণাত্মক কল্পনা (Receptive imagination)। সৃজনক্ষমতা এই সৃজনাত্মক কল্পনার মধ্যে প্রকাশ পায়।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, অভিনবত্ব এবং সৃজনক্ষমতাকে সমতুল্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে। কোনো অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন বা দক্ষতার প্রকাশকে সৃজনাত্মক কাজ বলা যায় না। সৃজনশীল ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সাংগঠনিক কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকে। এই বৈশিষ্ট্যই তাঁকে সাধারণ পরিস্থিতিতেও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যবেক্ষণ করার ক্ষমতা জোগায়। ফলে তিনি সাধারণ পরিস্থিতি থেকেও সম্পূর্ণ অভিনব মৌলিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন। সুতরাং, বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে সৃজনক্ষমতা হল—অপসারী চিন্তন ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত কতকগুলি বৌদ্ধিক ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়, যাদের সমবেত প্রভাবে ব্যক্তি তার কর্মফলে সম্পূর্ণভাবে অভিনবত্ব প্রকাশ করে (Creativity is a general constellation of supporting intellectual and personality traits and problem solving traits that help expression and creative behaviour in individual.)।

সৃজনক্ষমতার প্রকৃতি (Nature of Creativity) ঃ

(i) সৃজনক্ষমতার সূচক হল সেইসব কাজ যা সম্পাদনের মধ্যে অভিনবত্ব প্রকাশ পায়।

(ii) সৃজনাত্মক কাজ হল সৃজনাত্মক চিন্তন ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ।

(iii) সৃজনক্ষমতা সৃজনাত্মক কল্পনের মধ্যেও প্রকাশ পায়।

Scanned with CamScanner

(iv) সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে অপসারী চিন্তনের ভূমিকা প্রবল। কারণ নতুন কিছু উদ্ভাবনের জন্য অপসারী চিন্তন প্রয়োজন। এই অপসারী চিন্তনের ক্ষমতাই হল সৃজনক্ষমতা।

(v) সৃজনক্ষমতার কতকগুলি নিজস্ব মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে।

(vi) সৃজনক্ষমতা ও বুদ্ধি এক নয়। তবে বুদ্ধি ও সৃজনক্ষমতা পরস্পর নিরপেক্ষ বা বিপরীতধর্মী ক্ষমতা নয়।

(vii) সৃজনক্ষমতার মূল কেন্দ্রীয় উপাদান হল বিশেষ ধরনের সংযোগমূলক স্বাধীনতার (Associative freedom) প্রকাশের ক্ষমতা।

(viii) সৃজনক্ষমতার একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল নতুন কিছু সৃষ্টি করার বিশেষ প্রবণতা।

(ix) সৃজনক্ষমতা ও বিদ্যালয় পারদর্শিতা পরস্পর নিরপেক্ষ। বিদ্যালয়ের পারদর্শিতা বেশি হলেই সে উন্নত সৃজনক্ষমতাসম্পন্ন নয়। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় উন্নত সৃজনক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির পাঠ্যবিষয়ে পারদর্শিতার মান কম হয়।

(x) সৃজনক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি মুক্ত চিন্তা করতে পারেন এবং নতুন কিছু সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিজের চিন্তার ফলকে প্রকাশ করতে পারেন।

(xi) সৃজনশীল ব্যক্তি শিল্পধর্মী, আবেগপ্রবণ ও নতুনের সন্ধানী। তাদের নিজস্ব ভঙ্গিতে স্বাধীনভাবে বিচারকরণের প্রবণতা থাকে। তারা সাধারণত অপরের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

(xii) সৃজনশীল ব্যক্তির প্রাক্ষোভিক অস্থিরতা থাকে। এরা খুব একটা সামাজিক হয় না। সবার সঙ্গে সহজে মেলামেশা করতে পারে না। বাস্তব থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার প্রবণতা অনেক সময়ই এদের মধ্যে লক্ষ করা যায়।

(xiii) সৃজনশীল ব্যক্তিদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। যেমন—নিজের প্রাধান্য প্রকাশ করা, আবেগ প্রবণতা এবং নারীসুলভ আগ্রহ প্রবণতা।

(xiv) সৃজনশীল ব্যক্তিদের মানসিক রোগের প্রবণতা অপেক্ষাকৃত বেশি।

সৃজনক্ষমতার উপাদান (Factors of Creativity) ঃ

সৃজনক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করলে কতকগুলি আচরণগত লক্ষণ পাওয়া যায়। এই আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি সৃজনশীল ব্যক্তির সৃজনাত্মক কর্মসম্পাদনের সময় দেখা যায়। সৃজনাত্মক চিন্তনের এই আচরণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকেই বলা হয় 'সৃজনক্ষমতার উপাদান'। বিভিন্ন মনোবিদ সৃজনক্ষমতার যে উপাদানগুলি আজ পর্যন্ত চিহ্নিত করেছেন সেগুলি হল—

Scanned with CamScanner

(i) ক্ষিপ্রতা (Fluency) ঃ

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির ক্ষিপ্রতা সৃজনক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ক্ষিপ্রতা বলতে দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা বোঝায়। প্রক্রিয়াগতভাবে ক্ষিপ্রতা চার প্রকার—

(ক) *শাব্দিক ক্ষিপ্রতা (Word fluency)* ঃ দ্রুত নতুন নতুন অর্থযুক্ত শব্দ ব্যবহারের ক্ষমতা।

(খ) *সংযোগমূলক ক্ষিপ্রতা (Associational fluency)* ঃ সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ দ্রুত নির্বাচনের ক্ষমতা অর্থাৎ দুটি শব্দ বা ধারণার মধ্যে দ্রুত সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতা।

(গ) *প্রকাশমূলক ক্ষিপ্রতা (Expressional fluency)* ঃ মনের ভাবকে সংক্ষিপ্ত ভাষায় দ্রুত প্রকাশের ক্ষমতা। সুতরাং, বাক্যটি যত ছোটো হবে, ভাব প্রকাশের ক্ষিপ্রতা তত বাড়বে।

(ঘ) *আদর্শগত ক্ষিপ্রতা (Ideal fluency)* ঃ পরিস্থিতি অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে উপযুক্ত সামগ্রিক ধারণা গঠনের ক্ষমতা।

(ii) নমনীয়তা (Flexibility) ঃ

নমনীয়তা বলতে বোঝায় এমন অবস্থা যেখানে চিন্তন কোনো ধরাবাঁধা পূর্ব নির্দিষ্ট পথে চলে না। নমনীয়তা দু-প্রকার—

(ক) *স্বতঃস্ফূর্ত নমনীয়তা (Spontaneous flexibility)* ঃ এক্ষেত্রে সৃজনশীল ব্যক্তি এক ধরনের চিন্তা থেকে অন্য ধরনের চিন্তায় নিজের মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিবর্তন করতে পারে। কোনো রকম সংস্কার বা সংকীর্ণতা তার চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

(খ) *অভিযোজনমূলক নমনীয়তা (Adaptive flexibility)* ঃ এক্ষেত্রে সৃজনশীল ব্যক্তি যে-কোনো পরিবেশে অভিনব কৌশলে সমস্যাসমাধান করতে পারে। অর্থাৎ যে-কোনো সমাধান পদ্ধতিকে নিজের মতো করে গঠন করে নতুন সমস্যাসমাধান করতে পারে।

(iii) স্বকীয়তা (Originality) ঃ

স্বকীয়তা বলতে বোঝায় মৌলিকতা। সৃজনশীল ব্যক্তির কাজের মধ্যে তার নিজস্বতা থাকে। অর্থাৎ অন্যদের তুলনায় সে কতখানি অন্যরকম চিন্তা করে তা থেকেই তার স্বকীয়তা বোঝা যায়। যেমন—গোল বস্তুর ছবি আঁকতে বললে বেশিরভাগই বৃত্ত আঁকবে বা কেউ রসগোল্লা আঁকবে। খুব কম জনই গোল লেন্সের চশমা আঁকবে। যারা এই চশমা আঁকবে তাদের স্বকীয়তা বেশি বলা হবে।

Scanned with CamScanner

(iv) কৌতূহল প্রবণতা (Curiosity) ঃ

কৌতূহল প্রবণতা না থাকলে নতুন আবিষ্কারের চেষ্টা শুরুই হয় না। সৃজনশীল ব্যক্তির কৌতূহল প্রবণতা বস্তুধর্মী অভিজ্ঞতার মানসিক কল্প বিস্তার করে অবচেতন মনে চিন্তন প্রক্রিয়াকে সক্রিয় রাখে। সুতরাং, সৃজনশীল ব্যক্তির কৌতূহল কেবলমাত্র প্রবণতা দ্বারা চালিত হয় না।

(v) পরিবর্তনশীলতা (Transformation) ঃ

পরিবর্তনশীলতা হল সৃজনশীল ব্যক্তির সেই ক্ষমতা যার দ্বারা তিনি পূর্বের কোনো ধারণাকে সম্পূর্ণ নতুন তাৎপর্যে উপস্থাপন করে, যুক্তির মাধ্যমে তাকে পরিবর্তন করে, আরও ব্যাপক রূপ দিতে পারেন।

(vi) সম্প্রসারণ ক্ষমতা (Elaboration) ঃ

সৃজনশীল ব্যক্তি খুব সামান্য সাধারণ উপকরণ দিয়েই অভিনব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন, যা সাধারণ মানুষ পারে না। সৃজনশীল ব্যক্তির এই ক্ষমতাকেই বলা হয় সম্প্রসারণ ক্ষমতা যা সৃজনক্ষমতার একটি বিশেষ উপাদান। এক্ষেত্রে একটি সমস্যার রূপরেখা থেকে সৃজনশীল ব্যক্তি সমস্যাটির পূর্ণতা বিধান করতে পারে।

(vii) মূল্যায়ন ক্ষমতা (Ability to Evaluate) ঃ

সৃজনশীল ব্যক্তি যে-কোনো নতুন কর্মসম্পাদনের পর সত্যতা বিচারকরণের দ্বারা নতুন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই বিচারকরণকেই বলা হয় মূল্যায়ন। সুতরাং, মূল্যায়ন করার ক্ষমতা সৃজনক্ষমতার একটি উপাদান।

উপরোক্ত উপাদানগুলির সবগুলিই সাধারণ মানুষের আচরণে কোনো-না-কোনো সময় দেখা যায়। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৃজনশীল মানুষের পার্থক্য কোথায়। সৃজনক্ষমতার উপর নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা হলেও আজ পর্যন্ত মনোবিদগণ সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্ত করতে পারেননি যে, এই উপাদানগুলি কতটুকু ব্যক্তির আচরণের মধ্যে প্রকাশ পেলে তাকে সৃজনশীল বলা হবে। তবুও ব্যক্তির অন্তর্নিহিত সৃজনক্ষমতা পরিমাপের জন্য যত অভীক্ষা প্রস্তুত হয়েছে, সেগুলিতে এই উপাদানগুলিকেই সৃজনক্ষমতার উপাদান হিসেবে পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছে।

সৃজনক্ষমতা চিহ্নিতকরণ (Identification of Creativity) ঃ

মনোবিদগণ সৃজনক্ষমতা চিহ্নিতকরণের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল—

(i) সৃজনশীল ব্যক্তি একই সময় বহুবিধ কর্মচিন্তা নিয়ে সচেতন থাকতে পারে।
(ii) সৃজনশীল ব্যক্তির বাচনভঙ্গি এবং চিন্তনে সাবলীলতা প্রকাশ পায়।

Scanned with CamScanner

(iii) সৃজনশীল ব্যক্তি গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য একাকী থাকা পছন্দ করে।

(iv) সৃজনশীল ব্যক্তি বৈচিত্র্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে পারে।

(v) সৃজনশীল ব্যক্তি অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বাধীন ও স্বনির্ভর হয়।

(vi) এরা খোলামেলা মুক্ত পরিবেশ পছন্দ করে। কঠোর অনুশাসন এরা পছন্দ করে না।

(vii) এরা গতানুগতিক কাজে খুব তাড়াতাড়ি বিরক্ত বোধ করে, কিন্তু বিশেষ কোনো বিষয়ের প্রতি এদের কৌতূহল অপরিসীম।

(viii) চিন্তার দিক থেকে এরা স্বাধীন ও স্বয়ংনির্ভর। এরা অপরারী চিন্তন থেকে অভিসারী চিন্তায় মগ্ন হতে পারে।

(ix) এরা নারীসুলভ অনুরাগ ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

(x) এরা সংস্কারমুক্ত, তবে অত্যধিক আবেগপ্রবণ এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রকাশ করতে ভালোবাসে।

(x) এদের কর্মশক্তির স্তর (Energy level) এত উঁচু যে কাজ শুরু করলে এরা কাজে বিভোর হয়ে যায়।

(xi) এরা নিজেদের আত্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতি গভীর আস্থাশীল, তাই সাধারণ ঘটনাকেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে এবং নিজেরা মানদণ্ডে বিচার করে।

সৃজনশীলতার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি যখন কোনো ব্যক্তির কথাবার্তা, কর্মসম্পাদনে বা আচার-আচরণে প্রকাশ পায় তখন তাকে সৃজনশীল ব্যক্তি বলা হয়। তবে কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ দ্বারাই সৃজনক্ষমতা পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তাই সৃজনশীল ব্যক্তি চিহ্নিতকরণে বাহ্যিক আচরণ পর্যবেক্ষণ ছাড়াও বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক অভীক্ষাও ব্যবহৃত হয়।

Scanned with CamScanner